اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রমযানে গুনাহকারীর কবরের ভয়ানক দৃশ্য

(শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষথেকে)

একদা হযরত সায়্যিদুনা মাওলায়ে কায়েনাত আলী মুরতাজা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم! কবর যিয়ারত করার জন্য কূফার কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে একটা নতুন কবরের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো। তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর মনে তার (কবরের মৃত) অবস্থাদি জানার কৌতুহল সৃষ্টি হলো। **আল্লাহ্ তাআলার** মহান দরবারে আরয করলেন: "**হে আল্লাহ্!** এ মৃতের অবস্থা আমার সামনে প্রকাশ করে দাও!" তাৎক্ষণিকভাবে **আল্লাহ্ তাআলার** মহান দরবারে তাঁর ফরিয়াদ মঞ্জুর হলো। আর দেখতে দেখতেই তাঁর ও ওই মৃতের মধ্যবর্তী যত পর্দা ছিলো সবই তুলে দেয়া হলো। তখন কবরের এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাঁর সামনে আসল। কী দেখলেন? দেখলেন: মৃত লোকটি আগুনের লেলিহানের মধ্যে ডুবে রয়েছে। আর কেঁদে কেঁদে তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর কাছে আরয করছিলো: "يَا عَلِيُّ! اَنَا غَرِيْقٌ فِي النَّارِ وَحَرِيْقٌ فِي النَّار" অর্থাৎ- "হে আলী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ! আমি আগুনে ডুবে রয়েছি এবং আগুনে জ্বলছি।" কবরের ভয়ানক দৃশ্য ও মৃতের আর্ত-চিৎকার ও কষ্টদায়ক ফরিয়াদ হায়দারে কাররার হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে অস্থির করে তুললো। তিনি আপন দয়াবান প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে হাত উঠালেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ওই মৃতের ক্ষমার জন্য আবেদন পেশ করলেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: "হে আলী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ! আপনি তার পক্ষে সুপারিশ করবেন না। কেননা, রোযা রাখা সত্ত্বেও লোকটি রমযানুল মোবারককে অসম্মান করত, রমযানুল মোবারকে গুনাহ্ থেকে বিরত থাকতো না। দিনের বেলায় রোযা তো রেখে নিতো, কিন্তু রাতে পাপাচারে লিপ্ত থাকতো।" মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এ কথা শুনে আরো দুঃখিত হলেন এবং সিজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে আরয করতে লাগলেন: "**হে আল্লাহ্!** আমার মান সম্মান তোমার কুদরতের হাতে! এ বান্দা বড় আশা নিয়ে আমার কাছে সাহায্যের আবেদন করেছে। হে আমার মালিক! তুমি আমাকে তার সামনে অপমানিত করো না! তার অসহায়ত্বের উপর দয়া করো এবং এ বেচারাকে ক্ষমা করে দাও!" হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করছিলেন। **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের সাগরে ঢেউ উঠল আর অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলে: "ওহে আলী! আমি আপনার আন্তরিক দোয়ার কারণে তাকে ক্ষমা করে দিলাম।" সুতরাং এ মৃতের উপর থেকে আযাব তুলে নেয়া হলো।" (আনীসুল ওয়ায়েযীন, ২৫ পৃষ্ঠা)

কিউ নাহ্ মুশকিল কুশা কহোঁ তোম কো! তোম নে বিগড়ী মেরী বানায়ী হে।

যে সকল লোক রোযা রাখা সত্ত্বেও গুনাহের বিভিন্ন ধরণ সম্বলিত তাশ, দাবা, লুডু, মোবাইল, আইপেড ইত্যাদির মধ্যে ভিডিও গেইম, সিনেমা, নাটক, গান-বাজনা, দাঁড়ি মুণ্ডানো বা এক মুষ্ঠি থেকে কমানো, শরয়ী ওজর ব্যতীত জামাআত ত্যাগ করা বরং **আল্লাহ্**র পানাহ! নামায কাযা করা, মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী, কু-ধারণা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, গালি-গালাজ, শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া, হকদার না হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষা করা, মা-বাবার নাফরমানী, সুদ-ঘুষের লেনদেন,

www.dawateislami.net

ব্যবসায় ধোকা দেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি মন্দ কাজ থেকে রমযানুল মোবারকেও বিরত থাকে না তাদের জন্য বর্ণিত ঘটনায় শিক্ষার অনেক মাদানী ফুল রয়েছে।

রমযান শরীফে গুনাহ সমূহ থেকে বিরত না থাকার আরো দুইটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন এবং নিজেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র অসন্তুষ্টি থেকে ভয় প্রদর্শন করুন।

(১) "যে (ব্যক্তি) রমযানুল মোবারকে কোন গুনাহ করল তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার এক বছরের আমল বরবাদ করে দিবেন।" (আর মুজামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬৮৮)

(২) "আমার উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মাহে রমযানের প্রতি কর্তব্য পালন করতে থাকবে।" আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! রমযানের প্রতি কর্তব্য পালন না করলে তাদের অপমানিত হওয়া কি? **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ওই মাসের মধ্যে তাদের হারাম কাজ করা।" অতঃপর ইরশাদ করলেন: "যে ব্যক্তি এ মাসে যিনা করেছে বা মদ পান করেছে, আগামী রমযান পর্যন্ত **আল্লাহ্ তাআলা** এবং যত আসমানী ফেরেশতা রয়েছে সবাই তার উপর লানত করে। সুতরাং ওই ব্যক্তি যদি পরবর্তী রমযান মাস আসার পূর্বে মারা যায়, তবে তার নিকট এমন কোন নেকী থাকবেনা, যা তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে। সুতরাং তোমরা রমযান মাসের ব্যাপারে ভয় করো। কেননা, যেভাবে এ মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় নেকী (সাওয়াব) বৃদ্ধি করে দেয়া হয় তেমনি গুনাহগুলোর বিষয়ও।" (আল মুজামুস সগীর, ১ম খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কেঁপে উঠুন! মাহে রমযানের অসম্মান হওয়া থেকে বেঁচে থাকার বিশেষভাবে চেষ্টা করুন। **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত থেকে নিরাশ ও হবেন না। রহমতের দরজা খোলা রয়েছে। একান্ত বিনয়ের সাথে তাওবা করে গুনাহ থেকে বিরত থাকুন। নেক্কার এবং সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহে অংশগ্রহণ এবং সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সফরকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন।

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২০শে শাবান, ১৪৩৬ হিঃ
08-06-2015

নোট: শায়খে তরীক্বত, আমীরে আহলে সুন্নাত **দ'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সংকলন **"ফয়যানে রমযান"** এর অধ্যয়ন করুন। এতে যথা সম্ভব সহজভাবে ফযীলত সমূহ এবং রোযার অসংখ্য মাসয়ালা পেশ করা হয়েছে। এ লিফলেট, ফয়যানে রমযান এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহের **VCD** ইত্যাদি মাকতাবাতুল মদীনার সকল বস্তা থেকে হাদীয়া সহকারে সংগ্রহ করুন।

www.dawateislami.net